সাবেক মেয়র মতুসহ সাত জনকে খালাসের আদেশ কেন অসাংবিধানিক নয়

রহিত হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে সাতজনকে খালাস দেওয়া সংক্রান্ত খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের আদেশ কেন অসাংবিধানিক ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত মঙ্গলবার এ রুল দেন।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ তথা সাইবার সুরক্ষা আইনের একাধিক ধারা [৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১ (২) ধারা] এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলায় সাতজনকে খালাস দিয়ে খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের দেওয়া আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিটটি করা হয়। রিটটি করেন মোহা. মাহাবুবুর রহমান ওরফে মাহাবুব চান্দু, যিনি বাদী হয়ে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। রিট আবেদনকারী মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বলে রিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে প্রেক্ষাপটে রিট ও ট্রাইব্যুনালের আদেশ

রিট থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারায় [২৩/২৫(১)(ক)/২৫(১)(গ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫] সাতজনের বিরুদ্ধে খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ২০২৩ সালের ২৯ আগস্ট মামলা করেন মাহাবুবুর রহমান। ওই আইনের ২৫(২)/২৯(১) ধারার অধীনে আসামিদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দেন তদন্ত কর্মকর্তা।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয় উল্লেখ করে রিটে বলা হয়, সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৫৯(২) ধারা অনুযায়ী, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে অনিষ্পন্ন মামলাগুলো এমনভাবে পরিচালিত হবে, যেন ওই আইনটি

(ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন) রহিত করা হয়নি। ২০২৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনাল সাতজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযোগ আমলে নেন।

রিট আবেদনকারীপক্ষ জানায়, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সাইবার নিরাপত্তা আইন রহিত করে ২০২৫ সালের ২১ মে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারার ভাষ্য, রহিতকরণের আগে ওই আইনের কয়েকটি ধারা [২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪] এবং ওই ধারাগুলোতে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে। এসব বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ওই ধারাগুলোর অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর অধ্যাদেশে সংশোধনী আনা হয়। তাতে ৫০(৪) উপধারার পর সন্নিবেশিত হয় উপধারা (৪ক)। এই উপধারার ভাষ্য, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারায় [২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১] বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে। এসব বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ওই ধারাগুলোর অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলে গণ্য হবে।

রিট আবেদন থেকে জানা যায়, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর রাষ্ট্রপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৪ক ধারায় ওই মামলাটি (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মাহাবুবুর রহমানের দায়ের করা) প্রত্যাহারের আবেদন করে। এই আবেদন মঞ্জুর করে ২০২৫ সালের ১৯ জুন আদেশ দেন খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক।

আদেশের ভাষ্য, অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারা অনুযায়ী সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারায় নিষ্পন্ন–অনিষ্পন্ন সব মামলার কার্যক্রম বাতিল করা হয়। এ অবস্থায় আসামিদের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারা, যা পরবর্তী সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারায়ও উল্লেখ করা হয়। ওই অপরাধে গৃহীত কার্যক্রম ২০২৫ সালের আদেশ অনুযায়ী বাতিলযোগ্য। আসামিদের খালাস দেওয়া হলো।

সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা

২০২৫ সালের সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারা এবং খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের ২০২৫ সালের ১৯ জুন দেওয়া আদেশের বৈধতা নিয়ে গত মার্চে রিটটি করেন মাহাবুবুর রহমান। এদিকে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ রহিত করে বর্তমান সরকারের আমলে গত ১০ এপ্রিল সাইবার সুরক্ষা আইনের গেজেট প্রকাশিত হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ রহিত হওয়ায় সাইবার সুরক্ষা আইনের ৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১
(২) ধারার বৈধতা নিয়ে সম্পূরক আবেদন দাখিল করেন রিট আবেদনকারী। রিট আবেদনটি নিয়ে গতকাল আদালতে শুনানি হয়।

আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. নাজমুল হুদা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জামিলা মমতাজ ও শিহাব উদ্দিন খান।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ও সাইবার সুরক্ষা আইনে উল্লেখিত চলমান মামলার কার্যক্রম বাতিল করা সম্পর্কিত বিধানগুলো একই ধরনের বলে জানান আইনজীবী মো. নাজমুল হুদা। তিনি বলেন, ‘রহিত হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন–২০১৮ অধীন সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন রিট আবেদনকারী। ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হয়। ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনটি রহিত করে ২০২৫ সালের ২১ মে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। এই অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইন–২০২৩–এর কিছু কিছু ধারা বাতিল ও কিছু কিছু ধারার মামলা চলমান থাকবে বলা হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাগুলোর বিষয়ে বলা হয়নি।’

২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে সংশোধনী এনে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের চলমান মামলা বাতিলের বিধান যুক্ত করা হয় উল্লেখ করে আইনজীবী নাজমুল হুদা বলেন, অথচ এর আগেই রিট আবেদনকারীর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা প্রত্যাহারের আবেদন ২০২৫ সালের ১৯ জুন মঞ্জুর করে সাতজনকে খালাস দেওয়া হয়। অধ্যাদেশে উল্লেখ নেই, অথচ এর বরাতে চলমান মামলাটি প্রত্যাহারের আদেশ আইনসম্মত নয়। যে কারণে অধ্যাদেশ ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং মামলা প্রত্যাহার—সাতজনকে খালাসসংক্রান্ত খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের ২০২৫ সালের ১৯ জুন দেওয়া আদেশের বৈধতা নিয়ে রিটটি করা হলে আদালত ওই রুল দেন। একই সঙ্গে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ তথা সাইবার সুরক্ষা আইনের ৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১

(২) ধারা প্রশ্নেও রুল দেওয়া হয়েছে।

রিটকারী মাহাবুব চান্দু প্রতিক্রিয়া বলেন, “খুলনার বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল থেকে আসামিদের খালাস করে দেওয়ায় আমি উচ্চ আদালতের শরনাপন্ন হয়। উচ্চ আদালত আমার রিট আমলে নিয়ে রুল জারি করেছেন। আমি আশা করি মামলাটি পুনরায় চালু হবে এবং ন্যায় বিচারের পথ তৈরি হবে।”

ঘটনার সূত্রপাত যেভাবে

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছিলেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

২০২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক কনিকা বিশ্বাস পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে তদন্তের আদেশ দেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন, ইন্টার্ন চিকিৎসক ও মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন, মায়ের হাসি ক্লিনিকের পার্টনার শামীম হাসান সোহাগ, সহযোগী তোহিদুল ইসলাম লিয়ন, শোমিক ব্রো ও এস.এম. মেহেরাব হোসেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর ২৩/২৫(১)(ক)/২৫(১)(খ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫ ধারায় মামলাটি করা হয়েছিলো। এর আগে বাদী মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করলে আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে প্রথমে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। পরে মামলাটি নথিজাত করা হয়। বাদী ন্যায়বিচারের স্বার্থে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদী মাহাবুব চান্দু ২০ বছর ধরে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সুনামের সঙ্গে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

‘মেহেরপুর নিউজ ডটকম’-এর ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর অভিযোগটি লাইভ প্রচার করেন এবং নিজের ফেসবুক আইডিতেও শেয়ার করে তা ছড়িয়ে দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদীর অভিযোগ, আসামিরা মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

একই দিনে ৫ মামলায় ছয় আসামির কারাদণ্ড ও জরিমানা

মেহেরপুরে সড়ক পরিবহন আইন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এবং দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারায় দায়ের করা পাঁচটি মামলায় ছয় আসামিকে জেল-জরিমানা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এসকল আদেশ দেন।
প্রথম মামলায়, সড়ক পরিবহন আইনের মামলায় মো. রোকনুজ্জামান রোকনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়, মাদক মামলায় মো. রুহুল আমিনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ছয় টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
তৃতীয়, মারধর মামলায় মো. শাফায়েত মোল্লাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ মামলায়, মারধর মামলায় মো. জুয়েল রানা ও মো. কিফাজ উদ্দিন কিপাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম মামলায়, হামলার মামলায় মো. আল মামুনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা

হয়েছে।

প্রথম মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ২১ নভেম্বর সকাল ৮টার দিকে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পেশকার নিহত মমিনুল ইসলামতার মোটরসাইকেলযোগে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে গাংনী উপজেলার চেংগাড়া বাজার ব্রীজের কাছে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী ও বেপরোয়া গতিতে চালানো ইটবোঝাই শ্যালো ইঞ্জিনচালিত স্টিয়ারিং গাড়ি তার মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়।

ধাক্কায় তিনি মোটরসাইকেলসহ সড়কে পড়ে গেলে গাড়িটি তার ডান পা ও কোমরের ওপর দিয়ে চলে যায়, ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর আহত হন এবং পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৮ সালের ৩ আগস্ট মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার এএসআই মাহাতাব উদ্দিন মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মো. রুহুল আমিনকে গ্রেপ্তার করেন।

তল্লাশি চালিয়ে তার পরিহিত লুঙ্গির ভেতর থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। তৃতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাদীর পরিবারের সঙ্গে আসামিদের বিবাদ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। আসামিরা লোহার রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বাড়িতে ঢুকে বাদীর স্বামীকে পিটিয়ে জখম করে, তার নগদ ৩০,০০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। বাদীর শ্বাশুড়ি মোছা. সাজেদা খাতুনকেও মারধর করা হয়।

চতুর্থ মামলার বিবরণে জানা যায়, বাদীর স্ত্রীর রান্নার চাল ধোয়া পানির সামান্য অংশ আসামির বাড়ির দিকে গেলে এ নিয়ে বিবাদ ও হামলার ঘটনা ঘটে। আসামিরা লোহার রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বাদীর বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে এবং পরিবারের সদস্যদের এলোপাতাড়ি মারধর করে, এতে তারা গুরুতর আহত হন।

পঞ্চম মামলার বিবরণে জানা যায়, এক দল আসামি ধারালো দা, হাসুয়া, রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বেআইনি জনতাবদ্ধে বাদীর বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় ১নং আসামি মো. আল মামুন ধারালো হাসুয়া দিয়ে বাদীর মুখে ও চোখের পাশে কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করে, অন্য আসামিরা বাঁশ ও রড দিয়ে বাদী ও তার স্ত্রীকে মারধর করে।

মামলাগুলোর তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

সাক্ষ্য ও প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামিদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য; মেহেরপুরের পারিবারিক আদালতের বিচারককে তলব

উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতার পরোয়ানার অভিযোগে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালতের বিচারক মেহেদী হাসান মোবারক মুনিমকে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন আদালত।

গত ২০ জুলাই বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদেশের সূত্র ধরে গত ২২ জুলাই হাইকোর্ট বেঞ্চের ৭৯৪ নম্বর স্মারকে বিচারককে সশরীরে তলবের আদেশ পাঠানো হয়েছে। সোমবার (২৮ জুলাই) আদেশের কপি ডাকযোগে আদালতে এসে পৌঁছেছে।

এদিকে, তলবের আদেশের চিঠি পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে মামলা রিকল করে গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ বাতিল করেছেন বলে বিবাদী আবু নাহিদ নিশ্চিত করেছেন।

উচ্চ আদালতের চিঠি সূত্রে জানা গেছে, ফ্যামিলি পিটিশন নম্বর ১৩/২০২২ এর আওতায় হাইকোর্ট গত ২৬ জুন একটি স্থগিতাদেশ জারি করে, যাতে বলা হয়, বিবাদী ৫ লাখ টাকা ছয় মাসে পরিশোধ করবেন, ততদিন মামলার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। কিন্তু এ স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও গত ৭ জুলাই মেহেরপুর সদর উপজেলা পারিবারিক আদালতের বিচারক এবং সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম বিবাদী আবু নাহিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। বিষয়টি উচ্চ আদালতের মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মো. শাহিদুর রেজা বিষয়টি উচ্চ আদালতের নজরে আনলে আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে কোন যুক্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একজন বিচারক?’ এ ঘটনায় উচ্চ আদালতের আদেশের সরাসরি অবজ্ঞা আখ্যা দিয়ে বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের একক বেঞ্চ সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিমকে আগামী ১০ আগস্ট সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিলেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়।

রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মো. শাহিদুর রেজা বলেন, আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতে এক আদেশে ১৫ লাখ টাকা পরিশোধের রায় হয়েছিল। আমরা হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করলে বিচারপতি ওই জরিমানা কমিয়ে ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করেন এবং সে অর্থ পরিশোধের জন্য ৬ মাস সময় দিয়ে মামলার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। অথচ উচ্চ আদালতের এ আদেশ উপেক্ষা করে মেহেরপুরের পারিবারিক আদালতের বিচারক মো. মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম বেআইনিভাবে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তীতে বিষয়টি আমরা হাইকোর্টের নজরে আনলে আদালত এতে উষ্মা প্রকাশ করেন এবং বিচারককে ১০ আগস্ট সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে হাইকোর্ট থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রিকল করা হয়নি। এতে আমাদের মনে হচ্ছে, নিম্ন আদালতের বিচারক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার মক্কেলকে হয়রানি করছেন।

বিএনপি নেতার আষ্ফালন, মানেননি আদালতের আদেশ

মেহেরপুরের নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামে জনসাধারণের চলাচলের জন্য বিক্রি করা জমি ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন স্থানীয় গ্রাম বিএনপির নেতা আতিকুর রহমান পিন্টু।

এই ঘটনায় আদালতের নির্দেশনা থাকলেও এখনো প্রতিবন্ধকতা সরানো হয়নি। পুলিশ প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করতে গেলে উল্টো দম্ভোক্তি দেখিয়েছেন অভিযুক্ত পিন্টু।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ বিন হারুন (জুয়েল) নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য এবং জনসাধারণের সুবিধার্থে ৬ লাখ টাকায় প্রায় সাড়ে তিন শতক জমি ক্রয় করেন। জমির দলিলেও উল্লেখ রয়েছে যে এটি মানুষের চলাচলের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তবে ক্ষমতার পালাবদলের পরদিনই পিন্টু ওই জমি ঘিরে দখলে নিয়ে নেন এবং ইমতিয়াজ বিন হারুনকে হুমকি দেন সেখানে না যাওয়ার জন্য।

মেহেরপুরের নতুন মনাডাঙ্গা গ্রামের আতিকুর রহমান পিন্টু ৬ লাখ টাকায় বিক্রি করা প্রায় সাড়ে তিন শতক জমি তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। বাগানের কোন পাশ দিয়ে যাতে বাগান মালিক জুয়েল প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য বাগানের অন্যপাশের জমির মালিকদেরও ঘিরে নিয়ে যাতায়াতে প্রতিবন্ধক তৈরীর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

পিন্টু অকপটে স্বীকারও করছেন মানুষের চলাচলের জন্য বিক্রি করা জমি দখলের বিষয়টি। মানুষের চলাচলের জন্য জমি ক্রেতা আইনজীবী খ. ম. ইমতিয়াজ বিন হারুনসহ (জুয়েল) মানুষ ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেনা।

পৈত্রিক সুত্রে বাগানের মালিক মেহেরপুর জেলা শহরের ইমতিয়াজ বিন হারুন। নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য কোন রাস্তা ছিলো না। মাঠে যাতায়াতের এবং নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আতিকুর রহমান পিন্টু‘র কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর (প্রায় সাড়ে তিন শতক) জমি ৬লাখ টাকায় কিনে নেন ইমতিয়াজ।

জমির দলিলও হয়েছে সাধারণের যাতায়াতের জন্য। ফলে ওই জায়গা দিয়ে এতদিন এলাকার মানুষ মাঠে চাষাবাদের জন্য যাতায়াত করতেন। বিক্রি করা জমি ঘিরে নেয়ার ফলে সাধারণ মানুষ মাঠে যাতায়াত করতে পারছেনা।

গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন, সুমন হোসেন, সাইফুল ইসলামও স্বীকার করেন জমির মালিক ইমতিয়াজের। তিনিই পিন্টুর সাথে জমি কিনে তাদের যাতায়াতের রাস্তা করে দিয়েছেন। চলাচলের রাস্তা ঘিরে নিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে গ্রামের লোকজন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ইমতিয়াজ বিন হারুন জানান, মাঠে চাষাবাদের কৃষক ও নিজের বাগানে যাতায়াতের জন্য পিন্টুর কাছ থেকে ০.০৫৯৭ একর জমি কিনে জনসাধারণের

জন্য পথ করে দিয়েছি। হঠাৎ করে ওই রাস্তা ঘিরে নিয়ে মাঠ ও বাগানে যাতায়াত করা যাচ্ছেনা। এমনকি তার একটি টিনের ছাউনি ছিলো। সে ভাংচুর করে প্রায় ৩৭ হাজার টিনও লুট করা হয়েছে।

গ্রামের বাজারে নিজের হার্ডওয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পিন্টুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্বীকার করে বলেন, ইমতিয়াজ তার কাছ থেকে জমি কিনে রাস্তা তৈরী করেছেন। এই জমি কেনার আগে একদিন জেলা শহরে ইমতিয়াজ আমাকে অপমান করেন। তার প্রতিশোধ নিতে জমি ঘিরে নিয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে পিন্টু গ্রাম বিএনপির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

বিষয়টি আদালতে গড়ালে মেহেরপুরের বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ৬৯/২১ নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় একটি আদেশ দেন। আদালত তার রায়ে উল্লেখ করেন, আপিলকারী বাদী ইমতিয়াজ বিন হারুনের ক্রয়কৃত ৬১২ নং দাগের জমি রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের জন্য বৈধ।
চলাচলের রাস্তার সঙ্গে যুক্ত ৬১৩ নং দাগের জমি সরকারী খাস খতিয়ানভুক্ত, যা আগেও পতিত ছিল। প্রতিপক্ষ পিন্টু এই সরকারি জমিতে কাটাতারের বেড়া দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যা আদালতের নির্দেশনা অনুসারে অবৈধ।

আদালত প্রতিপক্ষকে ১৫ দিনের মধ্যে এই বেড়া অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশনার পরও এখনো জমির দখল নিয়ে অচলাবস্থা চলছে।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই সুজয় মল্লিক বলেন, বিজ্ঞ আদালতের আদেশে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে আসামিকে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে নিতে বলা হলে আসামি বলেন, আদালত থেকে এর ফয়সালা হবে। সেভাবেই প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরের সহ ২৯ সিভিল সার্জন ওএসডি

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. মো. মহীউদ্দিন সহ দেশের ২৯ জন সিভিল সার্জনকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। রবিবার (২ মার্চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সনজীদা শরমিন এতে সই করেছেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বদলি বা পদায়নকৃত কর্মকর্তারা আগামী ৬ মার্চের মধ্যে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করবেন। অন্যথায় ৯ মার্চ থেকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত হবেন মর্মে গণ্য হবেন।

ওএসডির আদেশ পাওয়া ২৯ জন সিভিল সার্জন হচ্ছেন,

১. বরিশালের সিভিল সার্জন ডা. মারিয়া হাসান, ২. কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. মো. আকুল উদ্দিন, ৩. শরিয়তপুরের সিভিল সার্জন ডা. আবুল হাদি মোহাম্মদ শাহ পরান, ৪. সিলেটের সিভিল সার্জন ডা. মনিসর চৌধুরী, ৫. নোয়াখালীর সিভিল সার্জন ডা. ইফতেখার, ৬. পিরোজপুরের সিভিল সার্জন ডা. মিজানুর রহমান, ৭. কক্সবাজারের সিভিল সার্জন ডা. আসিফ আহমেদ হাওলাদার, ৮. ঝালকাঠির সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম জহিরুল ইসলাম, ৯. ফেনীর সিভিল সার্জন ডা. মো. শিহাব উদ্দিন, ১০. পাবনার সিভিল সার্জন ডা. শহীদুল্লাহ দেওয়ান, ১১. শেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, ১২. জামালপুরের সিভিল সার্জন ডা. মো. ফজলুল হক, ১৩. পটুয়াখালীর সিভিল সার্জন ডা. এস এম কবির হোসেন, ১৪. মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. মো. মহীউদ্দিন, ১৫. নেত্রকোণার সিভিল সার্জন ডা. অনুপম ভট্টাচার্য,
১৬. টাঙ্গাইলের সিভিল সার্জন ডা. মিনহাজ উদ্দিন মিয়া, ১৭. ঠাকুগাঁওয়ের সিভিল সার্জন ডা. নূর নেওয়াজ আহমেদ, ১৮. গাইবান্ধার সিভিল সার্জন ডা. কানিজ সাবিহা, ১৯. জয়পুরহাটের সিভিল সার্জন ডা. রুহুল আমিন, ২০. গাজীপুরের সিভিল সার্জনডা. মাহমুদা আখতার, ২১. কিশোরগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. সাইফুল ইসলাম, ২২. বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. প্রদীপ চন্দ্র মন্ডল, ২৩. নওগাঁর সিভিল সার্জন ডা. নজরুল ইসলাম, ২৪. রংপুরের সিভিল সার্জন ডা. মোস্তফা জামান

চৌধুরী, ২৫. নীলফামারীর সিভিল সার্জন ডা. হাসিবুর রহমান, ২৬. মানিকগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. মোকছেদুল মোমিন, ২৭. লালমনিরহাটের সিভিল সার্জন নির্মলেন্দু রায়, ২৮. পঞ্চগড়ের সিভিল সার্জন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান এবং ২৯. কুড়িগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. মনজুর এ মোর্শেদ।

শৈলকুপায় শিক্ষক হত্যা মামলায় একই পরিবারের ৩ জনের ফাঁসির আদেশ

শৈলকুপায় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীন হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। এছাড়া একজনকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার ঝিনাইদহের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এই রায় প্রদান করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলেন, শৈলকুপা উপজেলার শিতালী গ্রামের গোলাম কুদ্দুস খানের ছেলে রান্নু খান, শামছুর রহমান খানের ছেলে জামাল খান ও তার ভাই কানু খান।

আসামীদের প্রত্যেককে মৃত্যুদন্ডের পাশাপাশি চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আমৃত্যু কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী একই গ্রামের ওমেদ আলী খানের ছেলে শামছুর রহমানকে আমৃত্যু দন্ডের পাশাপাশি ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আসামীরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং নিহত’র ভাই, ভাজিতা ও চাচা বলে জানা গেছে।

আদালতে দেয়া রায় সুত্রে জানা গেছে, সুপারি গাছের মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের সুত্র ধরে ২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আসামীরা এজাহারকারী মোছাঃ শিউলী খাতুনের ভাসুরের ছেলে রিপন আনসারীর বাড়িতে ঢুকে মারধর করে। এ সময় স্কুল শিক্ষক খান মোহাম্মদ

আলাউদ্দীন ভাতিজাকে ঠেকাতে গিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন নিহত’র স্ত্রী মোছাঃ শিউলী খাতুন বাদি হয়ে ৭ জন আসামীর নাম উল্লেখসহ আরো ৪/৫ জনের বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জসীট প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালত ১৯ জন সাক্ষির মধ্যে ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহন শেষে বুধবার উল্লেখিত রায় প্রদান করেন।

রাষ্ট্র পক্ষে পিপি এ্যাড ইসমাইল হোসেন বাদশা, এজাহারকারীর পক্ষে এ্যাড তারিকুল আলম ও আসামী পক্ষে এ্যাড শামসুজ্জামান তুহিন মামলাটি পরিচালনা করেন।

এ ব্যাপারে নিহত খান মোহাম্মদ আলাউদ্দীনের ছেলে শৈলকুপার হাটফাজিলপুর হাই স্কুলের শিক্ষক রাশেদুল ইসলাম খান জানান, চোখের সামনে আমার পিতাকে হত্যা নির্মমভাবে করা হয়।

এই রায়ে আমি পুরোপুরি সন্তষ্ট হতে পারিনি। তিনজন আসামীকে বিজ্ঞ আদালত খালাস দিয়েছেন। তারা সরাসরি হত্যা মিশনে অংশ নিয়েছিল। এই রায়ের বিরুদ্ধে আমার মা উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা বলেন, আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। দ্রুত এই রায় কার্যকর যেন হয় সেই আশা করছি।